بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

আহ্‌মদীয়া-বুলেটিন।

(বঙ্গীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মাসিক রিপোর্ট।)

২য় বর্ষ।
৪র্থ, ৫ম সংখ্যা।

জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী—১৯২৩ ইং।

সডাক বার্ষিক মূল্য ॥/০
প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা।

"হে আমাদের রব! আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি এবং সীমা লঙ্ঘনজনিত অপরাধ ক্ষমা করিও এবং আমাদের পদক্ষেপ স্থির রাখিও এবং আমাদিগকে বিধর্ম্মীদিগের প্রতিকূলে সাহায্য করিও।" আমীন।

ইসলাম প্রচারের মহা সুযোগ।

(হজরৎ খলিফাতুল্ মসিহর (রঃ) ২৩ শে জানুয়ারীর খুৎবার সংক্ষিপ্ত সার)

"এ সময় আহমদি জমাতের অন্যান্য কর্ত্তব্যের মধ্যে একটী প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, তোমরা ইসলাম প্রচার উদ্দেশ্যে বদ্ধ পরিকর হও। কারণ খোদাতালা ইসলামকে জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা নিষ্ফল করিতে পারে সে সাধ্য কাহারও নাই। কিন্তু তবুও সেই ইচ্ছাময় নিজ ইচ্ছাকে জগতে কার্য্য-কারণ এবং নিয়মের শৃঙ্খলাতেই প্রকাশ করিয়া থাকেন। অবশ্য তিনি নিয়মের দাস নহেন। কিন্তু নিয়ম রক্ষাই তাঁহার ইচ্ছা।

"তাঁহার সকল ইচ্ছা জগতে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে পূর্ণ হইবে ইহাও তাহার অন্যতম নিয়ম। বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন যে মির্জ্জা সাহেবকে সকল লোকে গ্রহণ করাই যদি খোদাতালার উদ্দেশ্য হইত তবে এখন ও সকলে তাঁহাকে মানিতেছে না কেন, যদি তাঁহার দ্বারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনই খোদাতালার অভিপ্রেত হইত তবে এখনও তাহা হইতেছে না কেন? বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মান খোদাতালারই অভিপ্রায় অনুসারে হইয়া থাকে কিন্তু তাহাও সময় সাপেক্ষ। ভ্রূণ হইতে সন্তান সৃষ্টিও খোদাতালাই করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাতেও নয় মাস সময় আবশ্যক হয়। ইহাতে কিন্তু কেহই আশ্চর্য্য হয় না বা আপত্তি করে না। তবে সয়তান হইতে মানুষ বা ফেরেস্তা প্রস্তুত করিতে যদি ৪০ বা ৫০ বৎসরে আবশ্যক হয় তবে তাহাতে বৈচিত্র কি। পরিবর্ত্তন যত অধিক হইবে সময়ও তত অধিক আবশ্যক হইবে। তিনি অবশ্য ইচ্ছা করেন যে ইসলাম ধর্ম্ম জগতের সর্ব্বত্রই বিস্তার হয়, কিন্তু এই মহৎ পরিবর্ত্তনের জন্য তদনুরূপ সময়ও আবশ্যক। এই সময়ের পরিমাণ তিনিই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছাতো পূর্ণ হইবেই হইবে, তবে আমাদের চিন্তা করিবার বিষয় এই যে কাহার দ্বারা এই কার্য্য সাধন হইবে। সেই ব্যক্তিই ভাগ্যবান যাহার দ্বারা খোদাতালার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। এ কার্য্যে 'ত্যাগের' স্থান নাই। খোদাতালার অনুগ্রহ অসীম, সুতরাং অন্যে তাহা ভোগ করুক আমি বঞ্চিতই বা থাকিলাম এরূপ মনে করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। ইসলামের সেবা রূপ অনুগ্রহ কখনই শেষ হইবার নহে, এক 'কেয়ামতের' আগমনেই তাহা শেষ হওয়া সম্ভব।

"কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। লোহা গরম থাকিতে পিটা উচিৎ। অন্য সময় পিটিলে সেরূপ হয় না। এ সময় সমগ্র ভারতে ধর্ম্মের আকাঙ্খা অনুভূত হইতেছে। চতুর্দ্দিক হইতে আমার নিকট পত্র আসিতেছে। সত্য গ্রহণ করিতে অনেকেই প্রস্তুত হইতেছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতের জনসাধারণ মৃতবৎ ছিল, তৎপর রাজনীতি তাহাদিগের মন আকর্ষণ করিয়াছিল। কয়েক বৎসর তুমুল আন্দোলন চলে। এখন কিন্তু ইহাতেও ভাটা পড়িয়াছে এবং লোকের মন ধর্ম্মের দিকে আসিতেছে। লোহা গরম হইতে চলিয়াছে। এখনই কার্য্যের সময়। হে আহমদি জমাৎ! তোমরাই খোদাতালার কারখানার শিল্পী তজ্জন্য তোমাদিগকে বলি যে **এই সময় ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ চেষ্টা কর।** এ দেশবাসিগণ রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে বিফল মনোরথ হইয়া এবং মিষ্টার গান্ধির বড় বড় আশ্বাস বাক্যগুলি নিষ্ফল দেখিয়া, নিরাশ হইতে চলিয়াছে এবং সকল মনস্কাম হইবার জন্য অন্য পথের অন্বেষণে আছে। আহমদিদিগের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। তাহারা দেখিয়াছে যে এই সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে আহমদিগণ প্রথমে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল তাহাই উত্তরকালে শুদ্ধ প্রমান হইয়াছে। এতদ্বারা এই 'সেলসেলার' প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন গয়ের আহমদি এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী সকলেই আমাদের কথা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। এই মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিৎ নহে। **ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ইহাই মহা সুযোগ। মানুষের দ্বারা যতদূর সম্ভব এক্ষণেই প্রচারের চেষ্টা করা উচিৎ।** যেখানে যে আহমদি আছেন আমি সকলকে উদ্দেশ্য করিয়াই এই কথা বলিতেছি। খোদাতালার 'ফেরেস্তাগণ' এই কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। এখনও আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলে আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য। গত তিন বৎসর ভারতে যে সকল কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহা কিছু সামান্য নয়। হেজরৎ করিতে গিয়া কত লোক নিস্ব:

হইয়াছে, কত পরিবার উচ্ছন্ন গিয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে এই সময়ে কত লোক জেলে গিয়াছে এবং অন্য শাস্তি পাইয়াছে। এই রূপে লৌহ তপ্ত হইয়াছে। এ সময় অলসভাবে বসিয়া থাকিলে আমরা অবশ্য খোদাতালার অসন্তোষভাজন হইব সন্দেহ নাই।

"অতএব হে আহমদিগণ, নিজ নিজ মনের পরিবর্ত্তন সাধন কর এবং যেখানে যে আছ এ বৎসর বিশেষভাবে প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত হও। স্মরণ রাখিও যে আমি তোমাদিগকে দুই বা তিন বা চারি মাস কার্য্য করিয়া ক্ষান্ত হইতে বলিতেছি না। আমি তোমাদিগকে পূর্ণ বৎসর এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার জন্য বলিতেছি। আমি দেখিতেছি যে সে সকল ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে তোমাদিগকে দেখিয়া বিদ্রূপ হাঁসি হাঁসিয়াছে তাহারা অচীরেই দলে দলে লোকদিগকে সত্যধর্ম্ম-ভুক্ত হইবার দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবে। সেই সময় এখন নিকটে আসিয়াছে। গত দুই তিন বৎসর প্রচারের অবস্থা দেখিয়া অনেকের মনে নৈরাশ্যের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু মানব হৃদয়ের যে মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহাতে এই সময় যদি তোমরা পুনঃপুনঃ আঘাত করিতে থাক তবে অচীরেই তোমরা নিজ উদ্দেশ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইবে।

"এরূপ সুযোগ অতি দুর্লভ। ইহার সদ্ব্যবহার করিলে এক মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। খোদাতালা কোন 'নবীকে' এ উদ্দেশ্যে পাঠান না যে মানবগণ তাঁহাকে অগ্রাহ্য করুক। তিনি চান যে সকলেই তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হউক। খোদাতালার নিশ্চয় ইহাই ইচ্ছা যে, সকল লোকই আহমদি মত গ্রহণ করুক। ইহাতে যে বিলম্ব ঘটিতেছে তাহা আমাদিগেরই মঙ্গলের জন্য। যাহারা প্রথমে 'ইমান' আনিয়াছে তাহাদের সাহায্যে অন্যে এই 'সেলসেলা গ্রহণ করিবে। এই রূপে তিনি পুণ্য অর্জ্জনের জন্য আমাদের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে তো প্রাচীর হইতেও মানব সুপথ পাইতে পারিত। তিনি স্বপ্নের দ্বারা লোকদিগকে পথ দেখাইতে পারেন। আমাদের জামাতে বাস্তবিক স্বপ্নদ্বারাও 'হেদায়েৎ' পাইয়াছেন এরূপ ব্যক্তি অনেক আছেন। কিন্তু ইহা খোদাতালার সাধারণ নিয়ম নয়। এরূপ হেদায়েৎ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে আমরা যদি 'দিন' প্রচারের জন্য চেষ্টা না করি তবে তিনি নিজেই এ কার্য্য করিতে সক্ষম। কিন্তু তাহা হইলে আমরা এই পুণ্যে বঞ্চিত রহিয়া যাইব। অতএব আমাদিগের সতর্ক এবং তৎপর হওয়া আবশ্যক। তোমরা নিজ নিজ কোমর বান্ধিয়া লও এবং এই মহা সুযোগ হারাইও না।

"আমি দেখিতেছি যে সময় আসিতেছে তখন প্রচার কার্য্যে এ স্বাদ থাকিবে না। আমরা কত অভাবে, কষ্টে প্রচার কার্য্য করিয়া আসিতেছি কিন্তু খৃষ্টানগণের অবস্থা তদ্রূপ নহে। আমাদের এক জন গিয়া একশত জনকে দলে আনে। খৃষ্টানেরা এক শত জন গিয়া এক জনকে দলে আনে। আমাদের মত স্বাদ তাহারা কোথায় পাইবে।

"যখন এই সেলসেলার প্রভাব বিস্তার হইবে তখন ও 'দিনের' 'খেদ্‌মতের' সুযোগ অবশ্য থাকিবে। কিন্তু এ কার্য্যে এখনকার মত স্বাদ আর তখন থাকিবে না। এরূপ সুযোগ সহস্রাধিক বৎসর পর খোদাতালার কোন নবী আসিলে এক একবার ঘটিয়া থাকে। খোদাতালার 'সোকর' কর যে তিনি তোমাদিগকে এই স্বর্ণ সুযোগ দান করিয়াছেন। এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমরা যাহা কিছু করি না কেন কিছুই যথেষ্ট নয়। খোদাতালা 'দিন' প্রচারের জন্য আমাদিগকে ক্ষমতা দেন, আমাদিগের মনে বল দেন। আমরা যেন মানব সমাজের পথ প্রদর্শক হইতে পারি।" আমীন।

ধর্ম্ম প্রচারের উৎকৃষ্ট প্রণালী।

(হজরৎ মসিহ মউদের (দঃ) উক্তির সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ)

"খোদাতালা যখন পৃথিবীতে কোন নবী প্রেরণ করেন, তখন মানুষের মধ্যে দুই দলের সৃষ্টি হইয়া থাকে। একদল তাঁহাদের কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন। ইঁহারাই তাঁহাদের আগমনে উপকার লাভ করিয়া থাকেন এবং পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন। অন্য দল তাঁহাদের কথা শ্রবণ করা দূরে থাকুক বরং তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করেন এবং কষ্ট দিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

"হজরৎ রসুল করিম (দঃ) জগতে শুভাগমন করিলেও এই নিয়ম অনুসারে লোকে দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল একদল পূর্ণ মনোযোগ সহকারে তাঁহার উপদেশ শুনিয়াছিল এবং তদ্দ্বারা এরূপ মোহিত হইয়াছিল যে নিজ নিজ পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, আত্মীয় বন্ধু ইত্যাদি সংসারে যাহা তাহাদের অতি প্রিয় তদপেক্ষা হজরৎ রসুল করিম (দঃ) তাহাদের নিকট অধিকতর প্রিয় হইয়াছিলেন। তাহারা নিজ নিজ খেয়াল মত আত্মীয় স্বজন দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সুখে জীবন যাপন করিতেছিল, কিন্তু যখনই তাহারা হজরৎ রসুল করিমের (দঃ) শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল অমনই তাহাদিগকে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে হইল। এরূপ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে তাহারা কোনরূপ কষ্ট অনুভব না করিয়া বরং আনন্দ অনুভব করিয়াছিল। চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে হজরৎ রসুল করিমের (দঃ) নিকট এমন কি সামগ্রী ছিল যদ্দ্বারা এই সকল লোক এত মোহিত হইয়াছিল, এবং তাহার উদ্দেশ্যে সাংসারিক যাবতীয় লাভ, স্বদেশ ও স্বজাতীর বন্ধন এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। কেবল যে প্রস্তুত হইয়াছিল এমন নহে, প্রকৃত পক্ষে ঐ রূপ উৎসর্গ দ্বারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া তাহাদের ঐকান্তিক প্রেম ভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। হজরৎ রসুল করিমের (দঃ) নিকট এমন কোন পার্থিব ধন ছিল না যদ্দ্বারা তাহারা প্রলুব্ধ হইতে পারিত। তিনি নিজেই অনাথ এবং নিস্ব ছিলেন, তাহাদিগকে দিবার মত তাহার কিছুই ছিল না।

কিন্তু পার্থিব ধন সম্পত্তি না থাকিলেও তাঁহার নিকট

প্রকৃতই হৃদয় মুগ্ধকারী কোন সামগ্রী ছিল, যদ্দারা তিনি জগৎকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

সত্য এবং শক্তি এই দুই রত্ন লইয়াই সকল নবী (আঃ) জগতে আগমন করিয়া থাকেন। এই দুই গুণ একত্রে বর্ত্তমান না থাকিলে, মাত্র একটি দ্বারা মানব নিজেও কোন লাভ করিতে পারে না, পরেরও কোন উপকার করিতে পারে না। শক্তিবিহীন সত্য বা সত্য বিহীন শক্তি উভয়েই নিস্ফল। জগতে এমন লোক অনেক আছেন যাহারা সত্য জানেন ও বলেন কিন্তু তাহাদের বাক্যে কোনই ফল হয় না। সেই সত্য তাহাদের মুখ পর্য্যন্ত থাকে তাহাদের হৃদয় তাহাতে রঞ্জিত নহে। হৃদয় সত্য গ্রহণ করিলে তাহাতে যে শক্তি জন্মে তাহা তাহাদের নাই সুতরাং তাহারা যেমন হৃদয়ের বহির্দ্দেশ হইতে কথা বলিয়া থাকে, তাহাদের কথার ফল ও তদ্রূপই হইয়া থাকে।

"প্রকৃত শক্তি এবং যথার্থ প্রভাব উৎপাদন করিতে হইলে সত্য গ্রহণ করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হয়, এবং তাহার শুভফল নিজ জীবনে প্রস্ফুটিত করিতে হয়।

মানুষ যাহা মুখে বলে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া নিজ ইমানের পরিচয় না দিলে তাহার কথা কখনই কার্য্যকারী বা হিতকারী হইতে পারে না। তাহাদের বাক্য দুর্গন্ধময় মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া অন্যের কাণে পৌছিতে আরও দুর্গন্ধময় হইয়া পড়ে। আমার মতে এরূপ ব্যক্তি ভয়ানক অত্যাচারী, তাহারা যে সত্য মুখে বলে তাহার প্রভাব ও প্রমাণ নিজ জীবনে দেখাইতে না পারাতে শ্রোতাদিগের মনে এই সত্যের প্রতি এক তাচ্ছিল্য ভাবের উদ্রেক করিয়া থাকে। এই প্রকারে অন্যের সত্য গ্রহণের পথে তাহারা বাস্তবিক এক অন্তরায় হইয়া থাকে।

সংক্ষেপে এই কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তি জগতের শুদ্ধি এবং উন্নতি করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে সে সত্য এবং শক্তি উভয় গুণ লইয়া উপস্থিত না হইলে জগতের কোনই উপকার সাধন করিতে পারিবে না। এবং যে সকল ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে তাহাদের কথা না শ্রবণ করে তাহারা কোন সত্য এবং শক্তিবিশিষ্ট শিক্ষক হইতেও কোন উপকার লাভ করিতে পারিবে না।

সত্য এবং শক্তি লাভের উপায়।

(হজরৎ আমীর সাহেবের প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ)

এ সময় অধিকাংশ লোকই বাহ্য এবং দৈহিক বিষয়গুলির চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত। পরমার্থিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই। এস্থলে ঐরূপ অতীব আবশ্যকীয় কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। প্রথম নমাজে মনের আবেগ সৃষ্টি করা। ইহাতেই নমাজে স্বাদের উদয় হইয়া থাকে। ইহা না থাকিলে নমাজ নিতান্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। মাত্র নামই থাকে। নমাজে দাড়ান, বসা, রুকু, সেজদা, তছবিহ, তহলিল সকলই নমাজের বাহ্য অঙ্গ বিশেষ। মনোযোগ এবং চিত্তের আবেগ সেই বাহ্য অঙ্গের প্রাণ সদৃশ্য। তাহা না থাকিলে নমাজ মৃত শরীরবৎ হইয়া থাকে। সুখাদ্যে স্বাদনা পাইলে মানুষ বুঝে যে তাহার শরীরে কোন ব্যাধি জন্মিয়াছে এবং তথনই চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত হয়। কিন্তু নমাজে স্বাদের অভাব হইলে লোকে তৎপ্রতি কিছু মাত্র ভ্রুক্ষেপ করে না। হাদিস শরিফে আছে لا صلــوة الا بحضور القلب অর্থাৎ চিত্তের উপস্থিতি বিনা নমাজ পূর্ণ হয় না। কোরাণ শরীফে পূর্ণ নমাজের এই গুণ বর্ণিত হইয়াছে।

ان الصلواة تنهى عن الفحشاء والمنكر অর্থাৎ পূর্ণ নমাজ বেহায়ায়ী এবং মন্দ কার্য্য হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

২। দ্বিতীয় বিষয়—নিয়ৎ। হদিস শরিফে উক্ত হইয়াছে لا ثواب الا با لنية অর্থাৎ নিয়ৎ ভিন্ন কোন ভাল কাজ করিলেও তাহাতে 'সোয়াব' হয় না। অনেকেই নিয়তের অর্থ জানেন না। তজ্জন্যই তাহারা নমাজ পড়িবার কালে অতি আড়ম্বরের সহিত نويت ان اصلى نويت ان اصلى আওড়ান আরম্ভ করিয়া দেন। তাহারা ইহাকেই নিয়ৎ বলিয়া মনে করে। বাস্তবিক ইহা কিছুই নহে, কেবল একটি আরবী বাক্য মাত্র। ইহার অর্থও তাহারা বুঝে না। নিয়তের প্রকৃত অর্থ মনের 'এরাদা'। সুতরাং 'নমাজী' যদি জানে যে সে কোন নমাজ পড়িতেছে তাহা হইলেই তাহার নিয়ৎ সম্পূর্ণ হইল। মুখে نويت ان نويــت ان উচ্চারণ করার কোনই আবশ্যক নাই। হজরৎ রসুল করিম (দঃ) বা 'ছাহাবিগণ' (রঃ) এই মন্ত্র আওড়ান নাই। ইহা তাহাদের পশ্চাতে অন্যান্য লোকে প্রস্তুত করিয়াছে। প্রকৃত 'নিয়ৎ' বা মনের 'এরাদা' সমস্ত এবাদতেই অতীব আবশ্যক। অনেক 'মোবাহ'কার্য্যও শুভ নিয়তের কারণ পূণ্যকার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে। যথা কোন ব্যক্তি যদি কৃষিকার্য্য বা তেজারৎ বা চাকুরী এই নিয়তে করে যে তদ্দারা হালাল 'রুজি' করিয়া নিজের এবং পরিবারের আবশ্যকীয় ব্যয় বহন করিয়া শান্ত মনে খোদাতালার এবাদৎ করিতে পারিবে এবং যাহা বাঁচিবে তাহা খোদাতালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে খরচ করিবে, তাহা হইলে তাহার সকল কার্য্য, কৃষি হউক বা তেজারৎ হউক বা চাকুরী হউক সকলই 'এবাদৎ' বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং তাহার অসীম পূণ্য সঞ্চয় হইবে। ফেরেস্তা (কেরামন-কাতেবীন) তাহার পূণ্য লিখিতে লিখিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে কারণ এমতাবস্থায় তাহার সকল কার্য্যেই অর্থাৎ পানই ভোজন, বিবাহাদি সকলই 'এবাদৎ' রূপে গণ্য হইবে। তাহার কোন কার্য্যই নিরর্থক যাইবে না। এই অর্থেই খোদাতালা মোমেনদিগের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন—والذين هم عن اللغو معرضون - অর্থাৎ মোমেনগণ নিরর্থক কার্য্যে আসক্ত হন না।

৩। তৃতীয় বিষয়—খোদাতালার ভীতি। যে হৃদয়ে খোদাতালার ভীতি নাই তাহাতে সয়তান প্রভুত্ত বিস্তার করিয়া থাকে। তাহা রুগ্ন। এরূপ ব্যক্তির কোন অঙ্গদ্বারা কোন পূণ্যকার্য্যই যথাযথরূপে সাধন হয় না কারণ তাহার সকল অঙ্গই রুগ্ন। হদিস শরিফে আছে :—

الا ان فى الجسد مضغة اذ افسدت فسد الجســد كله
واذا صلحت صلح الجسد كله الا وهى القلب -

অর্থাৎ মানবের শরীরে এমন একটি মাংসপিণ্ড আছে যাহা রুগ্ন হইলে সমস্ত শরীর রুগ্ন হইয়া থাকে এবং যাহা সুস্থ হইলে

সমস্ত শরীর সুস্থ হইয়া থাকে। তোমরা সাবধান থাকিবে এই মাংস পিণ্ড হৃদয় বটে। অন্য এক 'হদিস কুদসি'তে খোদাতালা হজরৎ রসুল করিম (দঃ) কে বলিয়াছেন :—
لا يسعنى ارضى ولا سمائى ولكن يسعنى قلب عبدى المومن
অর্থাৎ আমাকে ধারণ করিবার উপযুক্ত প্রসারতা পৃথিবী বা আকাশ কিছুতেই নাই কিন্তু আমার 'মোমেন বান্দার' হৃদয়েতে আছে। যথার্থই মোমেনের শুদ্ধ হৃদয় যাহা খোদাতালার ভীতিতে পরিপূর্ণ তাহা এক অতুলনীয় পদার্থ। উহাই ইমানের আধার। অনেক লোকে খোদাতালাকে ভয় করিবার দাবী করেন বটে কিন্তু মৌখিক দাবী গ্রহনীয় নহে। তাহার জন্য প্রমাণ আবশ্যক।

চতুর্থ বিষয়—'তাক্‌ওয়া' অর্থাৎ পরহেজগারী। সাধারণ লোকেরা 'তাকওয়া'র প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহে। সাদা কাপড়, ঢিলা কুর্ত্তা পাজামা পরিধান করিয়া যাহারা প্রচলিত রীতিমত নমাজ রোজা করেন, লোকে সচরাচর তাহাদিগকেই 'মুত্তকি' বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত 'তকওয়া'র অর্থ খোদাতালার ভয়ে পাপ হইতে দূরে থাকা। কোরাণ সরিফে আছে। واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي الماوى অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাতালার মহত্ত্বের ভয়ে ভীত হইয়া নিজ জীবনকে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হইতে বিরত রাখে, তাহারই স্থান স্বর্গধাম। 'তকওয়া'র মাহাত্ম্য কোরাণ সরিফে এবং হদিসে বহু স্থানে উক্ত হইয়াছে এখানে তাহা বর্ণনা করিবার স্থান নাই। কোরাণ সরিফে বলা হইয়াছে— هدى للمتقين (কোরাণ মুত্তকীদিগের জন্য হেদাএৎ) এবং العاقبة للمتقين (মুত্তকীগণই পরকালের উত্তরাধিকারী)। ইহা হইতেই 'তকওয়ার' মাহাত্ম্য সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

৫। পঞ্চম বিষয়—'তওক্কুল' বা খোদাতালার প্রতি নির্ভরতা। সকল বিষয়েই এক মাত্র খোদাতালাকে ভরসা-স্থল মনে করা। চেষ্টা তদ্‌বির করা অবশ্য নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু ইহার উপর কোনরূপ নির্ভর করা কখনই উচিৎ নহে। তেমনই খোদা ব্যতীত অন্য কাহারও ভরসা করা কখনই বিহিত নহে। এইরূপ খোদাতালার উপর নির্ভর করিলে নিজ উদ্দেশ্য সহজেই লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি খোদাতালার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে খোদা তালা তাঁহার সকল কার্য্যের আয়োজন স্বয়ং করিয়া দেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই পথ বার বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। একজন 'বোজোর্গ বলিয়াছেন "সকল কার্যেই তোমার লক্ষ্য খোদাতালার দিকে রাখিবে। তাহা হইলে সাধুকার্য্যের দরুণ তুমিও সাধুজনের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে।" কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে এই নির্ভরতা অতি হৃদয়-বল আবশ্যক করে। আধ আধ ভাব থাকিলে ইহা ফলপ্রদ হইবে না।

৬। ষষ্ঠ বিষয় :—দোয়া। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব সংখ্যা বুলেটিনে লিখা হইয়াছে। সাধারণ লোকে দোয়া করিতেও জানেনা দোয়া করাইতেও জানেনা। ইহা একটী গুঢ় বিষয় হজরৎ মসিহ মউদ (দঃ) এ সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিয়াছেন। পূর্ব্বেকার বোজর্গগণ এতদসম্বন্ধে কেহ তাহার সমান লিখেন নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহারই লিখিত পুস্তকাদি দেখা উচিত। বর্ত্তমান খলিফাতল মসিহ (ইঃ) ও এ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাও পাঠ করা সকলের কর্ত্তব্য।

সপ্তম বিষয় জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করা।—

৭। এই ছয় বিষয় উল্লেখ করার পর আর একটী অতি আবশ্যকীয় এবং মূল্যবান বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। তাহা এই যে, যে কোন সত্য শিক্ষা করা যায় তাহা কার্য্যে পরিণত করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না করিলে কোন মূল্যবান কথা জানিলেও কোন উপকার লাভ হইবে না। কোন ব্যক্তি স্পর্শমণি পাইয়াও যদি তাহার ব্যবহার না করে তবে তাহার পক্ষে উহা পাওয়া না পাওয়া একই সমান।

আহমদি মহিলা দিগের প্রতি গুরুতর কার্য্য ভার।

'লজনতা আমাএল্লাহ' (আল্লাহ্‌র কিঙ্করী সমিতী)

(হজরত খলিফাতল মসিহর (রঃ) খুৎবার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ।)

ধর্ম্ম বিষয়ে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রভেদ নাই। ধর্ম্মের আদেশ যেমন পুরুষের জন্য নাজেল হইয়াছে তেমনই স্ত্রীলোকদিগের জন্যও নাজেল হইয়াছে। যথা জুমার খুৎবা। ইহা কেবল পুরুষ দিগের লক্ষ্য করিয়া চলা হয় না। স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দার আড়ালে বা বোরখার আড়ালে থাকিলেও খুৎবা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াও বলা হইয়া থাকে। অদ্য আমি বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতেছি। আমি বিশেষ বিবেচনা এবং চিন্তার পর ইহাই মনস্থ করিয়াছি যে **জার্ম্মানী দেশে আমরা যে মসজেদ বানাইতে উদ্যত হইয়াছি তাহা স্ত্রীলোকদিগের চাঁদা দ্বারাই প্রস্তুত করা হইবে।** ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে অধিকাংশ স্ত্রীলোকদিগের আপন কোন ভূসম্পত্তি নাই। কিন্তু ইহাতে ও কোন সন্দেহ নাই যে তাহাদের সকলের নিকটেই কিছু না কিছু অলঙ্কার আছে। সংসারের আয়ের কর্ত্তা পুরুষ হইলেও তাহাদিগের অনেকের নিকট সংসার খরচের অতিরিক্ত ধন থাকে না। কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রীলোকদিগের নিকটই অলঙ্কার রূপে কিছু না কিছু ধন নিশ্চয়ই থাকে। সেই জন্য অভাবে পড়িলে পুরুষ স্ত্রীলোকের নিকট হইতে কিছু অলঙ্কার কর্জ্জ লইয়া অভাব দূর করিয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে চাঁদা চাওয়াতে পুরুষেরা ইহা মনে না করে, যে স্ত্রীলোক কোথা হইতে চাঁদা দিবে, তাহারা ঐ চাঁদা আমাদের নিকট হইতেই লইবে। আমার ইচ্ছা তাহা নহে। স্ত্রীলোকগণ আপন আপন অলঙ্কার হইতে চাঁদা দিতে পারেন। অলঙ্কার অধিক থাকা বা অল্প থাকাতে কিছু আসে যায় না। খোদাতালা অল্প বা অধিক দেখেন না। তিনি মনের 'এখলাস্' (নিষ্ঠা) দেখিয়া থাকেন। **আমি ইচ্ছা করি যে জার্ম্মানির মসজেদ মেয়েলোকদিগের চাঁদা হইতে প্রস্তুত হউক।** ইউরোপবাসীগণ মনে করে

যে মুসলমান সমাজে স্ত্রীলোক গণের অবস্থান পশুর সমান। যখন তাহারা দেখিবে যে সেই মহাদেশের কেন্দ্রস্থলে, জার্ম্মানির নব দিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতাগণের জন্য মুসলমান স্ত্রীলোকগণ এক মসজেদ নির্ম্মান করিয়া দিয়াছেন তখন তাহারা সেই স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণার কারণ কতই না লজ্জিত এবং আশ্চর্য্য হইবে। যখন তাহারা সেই মসজেদের সম্মুখ দিয়া যাইবে তখন লজ্জায় তাহাদিগের মুখ অবনত হইবে। সেই মসজেদ সদা সর্ব্বদা উচ্চৈস্বরে সাক্ষ্য দিবে যে পাদরীগণ ইসলাম সম্বন্ধে কেবল মিথ্যা বলিয়া থাকে, যে ইসলামে স্ত্রীজাতীকে অতি হেয় জ্ঞান করা হইয়া থাকে। ইউরোপবাসিগণ মনে করেন যে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ সম্পূর্ণ পশুর মত, এবং মুসলমান সমাজেও তাহারা পশুর মতই ব্যবহারই পাইয়া থাকে। সেই দেশে শুধু মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের চাঁদা দ্বারা মসজেদ প্রস্তুত হইলে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে মুসলমান স্ত্রীলোকগণ কেবল যে পশু নহে তাহা নয়, তাহারা ইহাও জানে যে ইউরোপ বাসিগণ এক মানবকে আল্লাহ বলিয়া পূজা করিয়া থাকে।

মৌলবী মোবারক আলি লিখিয়াছেন যে তিনি এক জন ইঞ্জিনিয়রকে মসজেদের একটা নক্‌সা প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি সোয়া দুই লক্ষ টাকার মূল্যের এক ঘরের নক্‌সা প্রস্তুত করিয়া দেন। সেই ইঞ্জিনিয়র মনে করিয়াছিলেন যে আহমদিগণ এত দূর দেশে আসিয়া মসজেদ প্রস্তুতকরিতে চাহে তাহারা নিশ্চয়ই অতিশয় ধনী হইবে। কিন্তু মৌলবী মোবারক আলি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে আহমদিগণ অতি দরিদ্র, অত টাকা তাহাদিগের নিকট নাই। তখন তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকার এক হিসাব প্রস্তুত করিয়া দেন। ৫ হাজার টাকার জমি আর ৪৫ হাজার টাকায় ঘর। বার্লিন বড় নগর, সেখানে অনেক ধনী লোকের বাস। সেখানে ঘর অপেক্ষাকৃত ভাল না হইলে কার্য্যের সুবিধা হইবে না। ভাল ঘর না হইলে লোকে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিবে না। এই ৪৫ হাজার টাকার কেবল যে মসজেদ হইবে তাহা নহে, তাহার সঙ্গে 'মোবল্লেগ দিগের বাস করিবার কামরা ও থাকিবে। এই প্রস্তাব আমি জমাতের স্ত্রীলোকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। এসময় প্রতিযোগীতার সময়-বিলাতে স্ত্রীলোকগণ সকল কার্য্যেই পুরুষের প্রতিযোগীতা করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমাদিগের সমাজে ও এক শুভ প্রতি যোগীতা হওয়া উচিত। তজ্জন্যই আমি বলি যে এবার স্ত্রীলোকদিগের পালা, এবার স্ত্রীলোকগণই ইউরোপে মসজেদ প্রস্তুত করিবেন।

লণ্ডনের মসজেদের জন্য চাঁদা তুলিবার সময় স্ত্রীলোকেরা ১০ হাজার টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন। 'শরিয়তের' নিয়ম অনুসারে মেয়েদের চাঁদা পুরুষের অর্দ্ধেক হওয়া উচিত। কারণ শরিয়ৎ স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের অর্দ্ধেক ভাগ দিয়াছে। সেই জন্য আমি বলি যে **এবার জার্ম্মানীর মসজেদের জন্য স্ত্রীলোকরা ৫০ হাজার টাকা চাঁদা তিন মাসের মধ্যে তুলিবেন।**

হজরৎ মসিহ মউদ (দঃ) ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন যে রুশের রাজদণ্ড তাঁহাকে দেওয়া হইবে। রুশ দেশে প্রবেশ করিবার পথ বার্লিন নগর। সেই পথ দিয়াই রুশ জয় হওয়া সম্ভব। এখন রুশ দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সে দেশে তবলিগ করা তো দূরের কথা, সে দেশে আমাদের পক্ষে প্রবেশ করাই দুষ্কর। রুশ দেশে তবলিগ করিবার জন্য জার্ম্মানীর সাহায্য ভিন্ন অন্য উপায় নাই। যদি স্ত্রীলোকদিগের হাতে এই ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ণ হয় তবে ইহার ফল ভবিষ্যত "নসলের" উপর খুব ভাল, হইবে। তাহারা বুঝিবে যে পুরুষের মত স্ত্রীলোকগণও "দিনের" কেমন সেবা করিতে পারে। ইউরোপবাসিগণও বুঝিতে পারিবে যে মুসলমান স্ত্রীলোকগণ ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য কেমন উৎসাহ রাখে। এই মসজেদের শীরোপরি বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দেওয়া হইবে "মুসলমান মহিলাদিগের দ্বারা মুসলমান ভ্রাতা দিগের জন্য এই মসজেদ প্রস্তুত করা হইয়াছে।"

অতএব যে স্থানে আহমদি স্ত্রীলোক আছেন সকলকেই জানাইয়া দেও যে এই মসজেদের জন্য তাহারা চাঁদা দেন। সকল আহমদি পুরুষই নিজ নিজ ঘরের স্ত্রীলোকদিগকে বলিয়া দেন যে তিন মাসের মধ্যে চাঁদা দিতে হইবে।

এই কার্য্যের ভার আমি স্ত্রীলোকদিগের এক সমিতির উপর দিয়াছি। সেই সমিতির নাম "লজনতা আমাএল্লাহ" রাখা হইয়াছে। গএর আহমদিগণ তাহাদের এক সমিতির নাম দিয়াছেন "খাদেমানে হেন্দ" অর্থাৎ ভারতের দাস সমিতি। আহমদিগণ কোন জাতী বিশেষের দাস নহেন তাহারা আল্লার দাস। সুতরাং আমাদের সমীতির নাম "লজনতা আমাএল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লার কিঙ্করী সমীতি" হইবে। এই সমীতির পক্ষ হইতেই আমি 'জামাতকে' এই প্রস্তাব শুনাইলাম। **আহমদি স্ত্রীলোকগণ এরূপ মনে না করেন যে বিশেষ বিশেষ স্ত্রীলোকদিগের উপর এই চাঁদা সংগ্রহের ভার থাকিবে। প্রত্যেক আহমদি স্ত্রীলোকই এই কার্য্যের জন্য খাড়া হইবেন এবং অন্যান্য ভগ্নিদিগের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিবেন।**

লণ্ডন মসজেদের জন্য জমি খরিদ করা হইলেও তাহা প্রস্তুত করিতে আর ও এক লক্ষ টাকা দরকার হইবে তজ্জন্য সেই কার্য্য সমাধা করা হয় নাই। বর্লিনের মসজেদ প্রস্তুত করিতে কিন্তু কাল বিলম্ব করা হইবে না। চাঁদা সংগ্রহ হইলেই মসজেদ প্রস্তুতি আরম্ভ করা হইবে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে এই কার্য্য সমাধা হইবে, সুতরাং চাঁদা সংগ্রহ আরম্ভ হইলেই কার্য্য আরম্ভ করা হইবে।

আমি পুনরায় এই খুৎবার যোগে সকল আহমদি মহিলা দিগকে জানাইতেছি যে তাঁহার তিন মাসের মধ্যে এই ৫০ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিবেন। এ কথা স্বরণ রাখিতে হইবে যে পুরুষের এক পয়সা ও এ কার্য্যের জন্য লওয়া হইবে না! কোন পুরুষ কোন চাঁদা পাঠাইলে

তাহা অন্য কার্য্যে লাগান হইবে। এই কার্য্যে কেবল স্ত্রীলোক দিগেরই চাঁদা লওয়া হইবে। যেন চীর কালের জন্য মসজেদটী স্ত্রীলোকদিগের এই খেদমতের স্বরণ চিহ্ন স্বরূপ রহিয়া যায়।

আমি দোয়া করিতেছি যে খোদা তালা যেন আহমদি মহিলাদিগকে এই কার্য্যের তওফীক দেন।

আমীন।

বার্লিন মসজেদ

(হজরৎ খলিফাতল্ মসিহর (ইঃ) বিশেষ অনুজ্ঞা পত্র)

আহমদি ভ্রাতা ও ভগ্নি সকলেই জানেন যে আমাদের এক ভ্রাতা মৌলভী মোবারফ আলি সরকারী উচ্চপদ পরিত্যাগ করিয়া ইসলামের "তবলিগ" উদ্দেশ্যে লণ্ডন নগরে গিয়াছিলেন। তিনি এখন জার্ম্মাণী দেশের প্রসিদ্ধ রাজধানী বার্লিন নগরে আছেন। তাহাকে জার্ম্মানীতে পাঠাইবার কারণ এই যে অনেক দিন যাবৎ আমার এই খেয়াল ছিল যে এই যুদ্ধে যে জাতি পরাস্থ হইবে তাহাদের অবস্থা এমনই খারাপ হইবে যে খোদাতালার সাহায্য ভিন্ন নিজেদের রক্ষার পথ তাহারা অন্য কিছুই পাইবে না। তখন তাহাদিগকে খোদা তালার দিকে ডাকিবার জন্য উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত হইবে। ঘটনা ও তাহাই হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই যুদ্ধের ফলে রুশিয়া দেশে যে সকল অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার কারণ অন্যান্য দেশের সহিত তাহার কারবার এবং সম্বন্ধ বন্ধ হইয়া গিয়াছে ; এক মাত্র জার্ম্মানীর সহিত তাহার ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল ঘটনা দেখিয়া আমি বুঝিয়াছি যে ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে এ সময়ে জার্ম্মানী দেশবাসীগণই ইসলামের কথা শুনিবার জন্য অধিক প্রস্তুত হইবেন। তা ছাড়া জার্ম্মালীতে "তবলীগের" মরকজ (কেন্দ্র) বানাইলে সেখান হইতে রুশীয়া দেশে 'তবলিগ' করিবার পথ ও খুলিয়া যাইবে। সেই রুশীয়া দেশে ইসলাম প্রচার সম্বন্ধে হজরৎ মসিহ মউদ (আঃ) অনেক ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া এবং চতুর্দ্দিকের অবস্থা দেখিয়া আমি মৌলভী মোবারক আলি সাহেকে জার্ম্মানীতে পাঠাই। তিনি সে দেশের অবস্থা সবিশেষ দেখিয়া এবং খুব চিন্তা করিয়া যে সংবাদ দিয়াছেন তাহাতে আমাদের আশা আর ও বাড়িয়াছে। সেদেশে ইসলাম শীঘ্রই প্রচার হইবে ইহা তাঁহার এত দুর বিশ্বাস যে তিনি আমাকে বার বার লিখিতেছেন যে যত শীঘ্র হয় সেদেশে এক মসজেদ প্রস্তুত করা হউক আর যেমন করিয়াই হউক ছয় মাসের জন্য যেন আমি স্বয়ং তথায় যাই। তাঁহার বিশ্বাস যে এরূপ করিলে অতি শীঘ্রই ইউরোপে এক মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। কিন্তু আমি ইউরোপের ভাষা জানি না এবং এত দীর্ঘ কালের জন্য "সেলসেলার মরকজ" হইতে বাহিরে থাকা ও যুক্তি যুক্ত নহে। তা ছাড়া এরূপ না করিবার পক্ষে আমি 'এশারা' ও পাইয়াছি। এই সকল কারণে তাঁহার এই পরামর্শ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু তিনি যে সেদেশে একটী মসজেদ এবং সেল সেলার এক মরকজ প্রস্তুত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করা আমি শ্রেয় মনে করিয়াছি এবং তাহা না করিলে সেল সেলার ক্ষতি হইবে বিবেচনায় তাঁহাকে সত্বর সেখানে মসজিদের জন্য জমি খরিদ করিতে আদেশ দিয়াছি। তদনুসারে তিনি ৫ হাজার টাকায় এক খণ্ড জমি খরিদ করিয়াছেন। ঐ জমি নগরের কেন্দ্র স্থানে। উহার পরিমান ৩ বিঘা হইবে। সহরের কেন্দ্রে এত বড় জমি অন্য সময় লক্ষ টাকাতে ও পাওয়া যাইত না। জার্ম্মানীর বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণই ইহা এত অল্প মূল্যে পাওয়া গিয়াছে। (মৌলভী মোবারক আলি সাহেবের নিজ পত্রে জানা যায় যুদ্ধের পুর্ব্বে ঐ জমির মূল্য সারে চারি লক্ষ টাকা ছিল। অনুবাদক।)

এখন ঐ জমিতে মসজেদ এবং মবল্লগ দিগের থাকিবার ঘর প্রস্তুত করিতে হইবে। তজ্জন্য অন্ততঃ পক্ষে ৪৫ হাজার টাকার আবশ্যক। মসজেদ এবং বাটীর নকসা প্রস্তুত হইতেছে। আমার ইচ্ছা আছে যে খোদা করিলে আগামী এপ্রেল বা মে মাসে ঘর তৈয়ারী আরম্ভ করা হইবে। আমি আমার খুৎবাতে সতল ভ্রাতা ও ভগ্নিগণকে জানাই-ইয়াছি যে আমার ইচ্ছা যে এই মসজেদ এবং তৎ-সংলগ্ন বাটী প্রস্তুত করিবার সকল খরচ আহমদি মহিলা গণই চাঁদা করিয়া দিবেন। ৫০ হাজার টাকা শুনিতে অনেক বলিয়া বোধ হয় এবং আহমদি স্ত্রীলোক দিগের পক্ষে ইহা জমা করা কঠিন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইমান এবং এখলাছ থাকিলে মানুষ সব কিছুই করিতে পারে। খোদার ফজলে আহমদি জমাতের অনেক স্ত্রীলোক ইমান এবং এখলাসে পুরুষ হইতে কিছুতেই কম নন। কোন কোন স্ত্রীলোক অনেক পুরুষ হইতে এ বিষয়ে অনেক উন্নত। পুরুষগণ নানা প্রকারে সেল সেলার কত খেদ-মত করিতেছেন। স্ত্রীলোকগণ কি এই একটী খেদমত ও করিতে প্রস্তুত হইবেন না? আমার বিবেচনায় যদি কেবল স্ত্রীলোকদিগের দ্বারাই এই কার্য্য সমাধা হয় তবে ইহা সেল সেলার একটী অতি উচ্চ দরের খেদমত হইবে। এবং ভবিষ্যতে মুসলমানেরা আমাদের স্ত্রীলোক দিগের উৎসাহ এবং কার্য্য দেখিয়া আপন আপন ইমান বৃদ্ধি করিবেন, এবং তাঁহাদিগের জন্য বেএখ্‌তেয়ার তাহাদের মন হইতে দোয়া বাহির হইবে। ঐ দোয়াতে মৃত্যুর পর ও আমাদের স্ত্রীলোকদিগের 'সোয়াব' বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ভবিষ্যতে বড় বড় মুসলমান ধনী ব্যক্তিগণ ঐ মসজেদ দেখিয়া মনে যে আনন্দ এবং আশ্চর্য্য অনুভব করিবেন তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না। এই মসজেদের দরজার উপর লিখা থাকিবে "জার্ম্মান দেশবাসী মুসলমান ভ্রাতা দিগের ব্যবহারের জন্য আহমদি মহিলাগণ এই মসজেদ প্রস্তুত করিয়াছেন।" তাহারা আহমদি জমাতের বর্ত্তমান গরীব অবস্থার কথা পুস্তকে পড়িবে এবং সেই জমাতের স্ত্রীলোক দিগের এই মহৎ কার্য্য নিজ চক্ষে দেখিবে, তখন তাহাদের মন তাহাদিগকে ধিক্কার দিবে "হে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ। এই গরীব স্ত্রীলোক দিগের খেদ-

মত দেখ। তোমরা ধনী, তোমরা দিনের খেদমতের জন্য কি করিবে?"

আর সেই গরীব মোমেনের মনের অবস্থা ও আমি কল্পনা করিতে পারি না যে আহমদি সেলসেলার সান ও শওকতের দিনে বার্লিনের পথে চলিতে চলিতে মনে মনে এই চিন্তা করিবে "আমি এত দরিদ্র আমার দ্বারা দিনের কি খেদমত হইতে পারে? ঐ বড় বড় ধনী ব্যক্তি দিগের তুলনায় আমার খেদমত কোন ছার।" হঠাৎ আহমদি স্ত্রীলোক দিগের প্রস্তুত করা এই মসজেদ তাহার চক্ষে পড়িলে এক রহমতের ফেরেস্তার মত তাহার মনে এই ভাবের উদয় হইবে "না না, খোদাতালা আমার মত দরিদ্রের জন্য ও খেদমতের পথ বন্ধ করেন নাই। আমি সেই বাহাদুর জমাতেরই এক মেম্বর যাহাদের স্ত্রীলোকেরা খোদাতালার নাম শুনাইবার জন্য হাজার হাজার ক্রোশ দুরে এই মসজেদ তৈয়ার করিয়াছিলেন। তখন জমাত নিতান্তই দরিদ্র এবং পৃথিবীতে বড়ই দুর্ব্বল ছিল।" এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয় সাহসে এবং উৎসাহে ভরিয়া যাইবে তাহার চেহারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং সমস্ত শরীরে স্ফুর্ত্তি দেখা দিবে। আহমদি স্ত্রীলোকদিগের এই মহা খেদমত দেখিয়া সে মনে যে সান্ত্বনা পাইবে তাহার 'সোকর' তাহার চক্ষুর পানি দ্বারাই জাহের করিবে তাহার নিরাশ মনে সে পুনরায় জীবন লাভ করিবে। তাহার ভাঙ্গা কোমরে সে পুনরায় বল পাইবে।

আমি কাদিয়ানের আহমদি মহিলাদিগের এক সভাতে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম। তাহারা অতি আনন্দ এবং মহব্বতের সহিত ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। আমি আশা করি বাহিরের আহমদি মহিলাগণও কাদিয়ানের মহিলাদিগের মত উৎসাহ দেখাইবেন। তাহা হইলে এই টাকা বা ইহাপেক্ষা অধিক টাকা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সংগ্রহ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কাদিয়ানের মহিলাদিগের চাঁদা প্রথম সভাতেই সারে আট হাজার হইয়াছিল। আরও চাঁদা ক্রমে আসিতেছে। আমি আশা করি তাহাদের চাঁদা ১০ হাজার টাকার কম হইবে না। তাহাদের উৎসাহ বুঝিতে হইলে ঐ সকল স্ত্রীলোক দিগের কার্য্য দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যাহাদের রোজগারের কোনই উপায় নাই, যাহারা বিধবা এবং বৃদ্ধ হইবার কারণ নিজেরাও কোন কাজ কর্ম্ম করিতে পারে না তবু যাহা কিছু তাহাদের নিকট ছিল সমস্তই আনিয়া দিনের খেদমতের জন্য পেষ করিয়া দিয়াছে।

একজন পাঠান স্ত্রীলোক নিতান্ত দরিদ্র; নিজ দেশের জালেম মৌলভী দিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কাদিয়ানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, সে এতই দুর্ব্বল যে লাঠির সাহায্য ভিন্ন হাটিতে পারে না, সেও ২৲ টাকা চাঁদা দিয়াছে। অন্য একজন পাঠান স্ত্রীলোক ৬০।৭০ বৎসর বয়স নিতান্ত দুর্ব্বল, হাটিবার সময় আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া হাটে আমার হাতে ২৲ টাকা দিয়া বলিল ইহা মসজিদের চাঁদা। সে নিতান্ত দরিদ্র, কয়েকটি মুরগী পালে, তাহার আণ্ডা বেচিয়া সে নিজের খরচ চালাইয়া থাকে। তাহার "এখলাস" দেখিয়া আমার মন গলিয়া আসিতে ছিল তারপর সে যে কথা বলিল তাহা শুনিয়া আমি চক্ষুতে পানি রাখিতে পারিলাম না। সে আমার হাতে ২৲ টাকা দিয়া তাহা অতি অল্প হইয়াছে মনে করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গি উর্দ্দুতে বলিল, কারণ সে পুস্ত জানে, উর্দ্দু দুই একটি শব্দ মাত্র শিখিয়াছে। সে নিজের এক এক খানি কাপড়ে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিতে লাগিল "এ দোপাট্টা 'দফতরের' দেওয়া, এ কুর্ত্তা ও 'দফতরের' দেওয়া এ পাজামাও দফতরের দেওয়া, এ জুতা ও দফতরের দেওয়া আমার কোরান শরিফ ও দফতরের দেওয়া। আমার মুর্গি আছে তাহারাও এবার বেশী আণ্ডা দেয় নাই।" ইহা বলার মানে এই যে আমার নিকট কিছুই নাই। সবই আমি 'বএতল্ মাল হইতে খয়রাৎ পাইয়াছি। তাহার এক এক শব্দ তো আমার মনে ক্ষুরের মত বিধিতেছিল। কিন্তু খোদাতালার কথা স্মরণ করিয়া যিনি এই মোর্দ্দা 'কওমেও' এমন জেন্দা রুহ পয়দা করিয়াছেন আমার মন সোকরে ভরিয়া উঠিতে ছিল। আমার মনে হইতে ছিল "হে আল্লাহ! তোমার মসিহ কি সানেরই না ছিলেন, তিনি পাঠানদের মত ওহসী জাতিকে ও যাহারা অন্যের ধন লুটিয়া খাইত এমনই পরিবর্ত্তন করিয়াছেন যে তাহারা এখন দিনের জন্য আপন দেশ, আপন আজিজ, আপন মাল কোরবান করা এক নেয়ামত মনে করিতেছে।

এক জন পাঞ্জাবী বিধবা যাহার কোনই রোজগার নাই, তাহার পূর্ব্ব সময়ের রক্ষিত সামান্য গহনা হইতে ৩০৲ টাকার গহনা দান করিলেন। তেমনি আর এক জন তাহার নিকটে মোট ১৫০৲ টাকার 'জেওর' ছিল ৩২ টাকার গহনা দান করিলেন।

এক জন বিধবা যাহার কোন গহনা ছিল না, যে অতি কষ্টের সহিত দুইটী 'এতীম'কে প্রতিপালন করিতেছে, আর কিছু না পাইয়া নিজের বাসন গুলি আনিয়া দান করিল।

অন্য এক জন স্ত্রীলোক নিজের সমস্ত 'জেওর' দান করিয়া ও মনে শান্তি পাইল না। তখন সে নিজের বাসন গুলি দান করিবার জন্য তাহা আনিতে ঘরে গেল। তাহার স্বামী তাহাকে বলিল 'তুমি তো নিজের সকল গহনাই দিয়াছ?' তাহাতে সে উত্তর করিল 'এ সময় ইসলামের দুর্দ্দশা দেখিয়া এবং অন্যন্য কওম তাহার উপর যেরূপ ভাবে অত্যাচার করিতেছে তাহা শুনিয়া আমার মনে এরূপ ভাব হইতেছে যে যদি দিনের জন্য আবশ্যক হয় এবং এরূপ করা সম্ভব হইত তাহা হইলে তোমাকে বেচিয়া ও আমি দিনের জন্য চাঁদা দিতাম।

যাঁহারা অধিক চাঁদা দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে হজরৎ ওম্মুল মোমেনীন ৫০০৲ দিয়াছেন। আমি জানি তাহার নিকট নগদ টাকা ইহার অতিরিক্ত ছিল না। আমার ভগ্নি জোনাব মাহাম্মদ আলি খাঁ সাহেবের বিবি প্রথমে ৫০০৲ টাকা লিখাইয়াছিলেন পরে 'তকরির' শুনিয়া ১০০০ টাকা করিয়াছিল। অন্য ভগ্নি ৩০০ টাকা দিয়াছেন, আমার ছোট ভাই শরিফ আমেদ সাহেবের বিবি ৩০০৲ আমার বড় ভাই সুলতান আহমদ সাহেবের বিবি ১০০৲! ডাক্তার ফজলুদিন সাহেবের বিবি ২০০৲ সেখ রহমত উল্লা সাহেবের বিবি ২০০৲ সেখ ইয়াকুব আলি সাহেবের বিবি এবং মেয়েরা ২৫০৲ কাজী আমীর হোসেন সাহেবের বিবি ১০০৲ মালেক মাহাম্মদ হোসেন সাহেবের বিবি ১০০৲ আহমদদিন জয়গর

সাহেবের বিবি ১০০৲ পীর মঞ্জুর আহম্মদ সাহেবের মেয়ে ১০৫৲ আবদুর রহিম সাহেবের বিবি ও মেয়ে ১২০৲ মির্জ্জা গোল মাহাম্মদ সাহেবের বিবি ১০০৲ মির মাহাম্মদ এসহাক সাহেবের বিবি ৫০৲ গোলাম আহম্মদ সাহেব (তালেবে এল্‌ম) এর বিবি ৫০৲ আর ও অনেকে দিয়াছেন। তাহাদের নাম পরে প্রকাশিত হইবে।

আমার প্রথম বিবি ২০০৲ মেজে বিবি ১০০৲ ছোট বিবি জিনিষ এবং নগদ টাকা মিলাইয়া ১৫০৲। আমার মেয়েরা ১৫০৲।যাহারা আমাদের প্রকৃত অবস্থা জানেন না তাহারা হয় তো এই চাঁদা যথেষ্ট মনে না করিতে পারেন। কিন্তু আমি জানি খোদাতালার ফজলে ইহারা সকলেই নিজ নিজ অবস্থার তুলনায় যথেষ্ট চাঁদা দিয়াছেন। আমি নিজ বিবি দিগকে তাহাদিগের সংসারের খরচের অতিরিক্ত কিছুই দেই না। তজ্জন্য ইতিপূর্ব্বে কখনই আমার মনে আফ্‌সোস হয় নাই। কিন্তু এবার তাহাদের উৎসাহ দেখিয়া এবং ইচ্ছা সত্বে ও অধিক চাঁদা দিতে পারেন নাই ইহা দেখিয়া আমায় তজ্জন্য "আফসোস" হইয়াছে।

কাদিয়ানের স্ত্রীলোক দিগের এই উৎসাহ এবং 'এখলাস দেখিয়া আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যে যদি বাহিরের ভগ্নিগণ ও তাহাদের মত উৎসাহ এবং এখলাস দেখান তবে অচীরেই এই টাকা নিশ্চয়ই সংগ্রহ হইবে।

আমি জানি বাহিরের অনেক আহমদি মহিলা কাদিয়ানের আহমদি ভগ্নি দিগের চেয়ে 'এখলাসে কোন অংশেই কম নন। কাপ্তান আবদুল করিম সাহেবের বিবি গহনা ও কাপড় ১০০০৲ টাকা মূল্যের পাঠাইয়া অতি উচ্চ নমুনা দেখাইয়াছেন।... ... ...প্রত্যেক স্থানের আহমদি মহিলাদিগের ইহাই মনে করিয়া কার্য্য করা উচিত যে তাহাদের গ্রাম বা সহর হইতেই এই ৫০ হাজার টাকা তুলিতে হইবে। এরকম মনে না করিলে কোন বড় কার্য্য হইতে পারে না। তোমরা প্রত্যকেই মনে করিবে যে এই ৫০ হাজার টাকা তোমাকেই দিতে হইবে এবং তোমাকেই একা এই মসজেদ প্রস্তুত করিতে হইবে। এরূপ 'হেম্মতে' এবং উৎসাহে কার্য্য করিলে তবেই জগতে কামইয়াব হওয়া যায়।

হে ভগ্নিগণ! দীনি খেদমতের 'মওকা' সকল সময় পাওয়া যায় না। ইমানের পরিচয় দিবার সময় ও শীঘ্র শীঘ্র মিলে না। জানিও এই দুনিয়ার দুদিনের জীবন আখেরতে চীরস্থায়ী জীবনের সামান সংগ্রহ করিবার জন্যই দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং সে দিনের জন্য এখনই সামান সংগ্রহ কর। তখন মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নি, পুত্র, কণ্যা, কেই থাকিবে না। খোদাতালার যে সকল 'নেয়ামত' ভোগ করিতেছ তাহা স্মরণ করিয়া কার্য্যতঃ তোমাদের সোকরের পরিচয় দেও। এরূপ 'মওকা' কমই আসিয়া থাকে।

... ...

... ...

প্রত্যেক মোমেনের শেষ দোয়া আনিল হামদ লেল্লাহে রব্বেল্ আলামীন। খাক্‌ছার মির্জ্জা মাহমুদ আহমদ (খলিফাতুল মসিহ)

এবার দুই মাসের বুলেটিন একত্র প্রকাশ করা হইল। তবলিগের বিষয় অত্যাবশ্যক মজমুন থাকাতে এবং হজরৎ খলিফাতুল মসিহর (ইঃ) বার্লিন মসজেদের বিষয় বিশেষ এরসাদ থাকাতে স্থানের অভাবে অন্যান্য মজমুন এবং আঞ্জুমনের রিপোর্ট দেওয়া গেল না। খোদা করিলে শীঘ্রই আঞ্জুমনের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করা হইবে।

Published by Imdad Ali Khan, trading in the name of Mohsin & Co.
Printed by M. L. Dass, at the Model Litho and Printing Works
93, Baitakkhana Road, Calcutta.